১৬

মণ্ডলীতে প্রবেশ

কিছু জিনিস আছে অনেক দামী কিন্তু আসলে কোন মূল্যই নেই- যেমন সুন্দর পোশাক; কিছু জিনিসের দাম কম কিন্তু মূল্যবান- যেমন সূর্যের আলো অথবা বৃষ্টি; কিছু জিনিস অনেক দামী এবং মূল্যবানও বটে- খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী এই ভাগেই পড়ে।

মণ্ডলীর যথার্থ বহুমূল্যতা সম্পর্কে নতুন নিয়মে কোন সন্দেহ রাখে নাই। কমপক্ষে তিন ভাবে ইহার মূল্য তুলে ধরা হয়েছেঃ প্রথমত, আমরা উহার অধিকার ঐশ্বরিক উৎপত্তির মাধ্যমে দেখতে পাই। উহার পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য স্বর্গীয় স্থানের সিদ্ধান্তে হয়েছিল (ইফি ৩:১০,১১), এবং যীশুর এই জগতের কর্মের জন্য উহা প্রস্তুত করা হয়েছিল (মথি ৪:১৭)। ইহা ঐশ্বরিক পূর্ব পরিকল্পিত, ভুলে অনুচিন্তার ফল নয়। দ্বিতীয়ত, উহার অধিকার আমরা উহার যথার্থ মূল্যে দেখতে পাই। আমরা পৌলের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি যে, উহা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে (প্রেরিত ২০:২৮)। খ্রীষ্টের মৃত্যুর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল মণ্ডলীকে প্রকাশ করা। ক্রয় মূল্য দিয়ে যদি উহার মূল্য নির্ণয় করা হয়, তবে মণ্ডলী যেহেতু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, সেহেতু উহা নিশ্চিত ভাবে পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। তৃতীয়ত, আমরা উহার অধিকার দেখতে পাই উহার উপরে দেয়া মহা মূল্য থেকে। সব কিছুর ঊর্ধ্বে খ্রীষ্ট আমাদেরকে স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক বনিকের তুল্য, যে উত্তম উত্তম মুক্তা অন্বেষণ করিতেছিল, সে একটি মহামূল্য মুক্তা দেখিতে পাইয়া গিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করিল"

(মথি ১৩:৪৫,৪৬)। তিনি মণ্ডলীকে শুধুমাত্র উত্তম মুক্তার সাথে তুলনা করেন নাই বরং মুক্তার মধ্যে মহামূল্যবান হিসেবে তুলে ধরেছেন।

মণ্ডলীর এই সর্বোচ্চ মূল্য আমাদেরকে পরামর্শ দেয় যে নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে উপেক্ষা করা হবে সবচেয়ে গুরুতর ভুল। একজন কোটিপতি হবেন একজন অনাথের মত, যদি তিনি প্রভুর মণ্ডলী না খোঁজ করেন এবং তাহাতে প্রবেশ না করেন। মণ্ডলীর বাহিরের মহান মানব তুচ্ছ মানবের মত হবেন।

মণ্ডলীর নির্ভুল উপযুক্ততার আলোকে আমরা প্রশ্ন করি যে "কিভাবে মণ্ডলীতে প্রবেশ করা যায়?" এর চেয়ে মহান প্রশ্ন আর নেই। আসুন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর নতুন নিয়ম থেকে অনুসন্ধান করি।

উত্তর জ্ঞাপন

খ্রীষ্ট নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তিনি কি চাহেন তাঁহার শিষ্যগন তাঁহার এই জগতের কার্য্য শেষে যখন স্বর্গে যাবেন তখন কি করবেন। নতুন নিয়মের তিনটি পুস্তকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার আদেশ লেখা হয়েছে (মথি ২৮:১৮-২০; মার্ক ১৬:১৫,১৬; লূক ২৪:৪৬,৪৭)। এই তিনটি বর্ণনার উল্লেখযোগ্যতা কোন ভাবেই অতিরঞ্জিত করা সহজ নয়। উহা সম্পূর্ণ খ্রীষ্টিয় সময়ে তাঁহার শিষ্যদের জন্য খ্রীষ্টিয় পরিচালনা দান করে।

প্রথমে খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদের জন্য পৃথিবী ব্যাপী দায়িত্ব দিয়েছেন এই বলে, "সমূদয় জগতে যাও এবং সমস্ত সৃষ্টির নিকট সু-সমাচার প্রচার কর" (মার্ক ১৬:১৫)। দ্বিতীয়ত, সু-সমাচার প্রচারের সময় কোন অবস্থায় পরিত্রাণ দত্ত হবে তাহার শর্ত তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলে দিয়েছেন যে, তাহাদের কি করতে হবে- "যাও," এবং তিনি তাহাদের বলে দিয়েছেন কি বলতে হবে- "সু-সমাচার প্রচার কর।" "যাও" এবং "সু-সমাচার" এই দুটি শব্দের দ্বারা তিনি তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মের সারাংশ বলে দিয়েছেন।

একদা, মার্কের লেখানুসারে, খ্রীষ্ট মহা-আজ্ঞার আদেশ দিলেন এবং উহাতে বিশ্বাসের শর্তের উপরে জোর দিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সু-সমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে" (মার্ক ১৬:১৫,১৬)। এই মহা-আদেশে স্পষ্টভাবে বাপ্তিস্মের কথা একটি শর্ত হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যদিও মনে হয় বিশ্বাসের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

লূকের লেখা সু-সমাচার অনুসারে খ্রীষ্ট অন্য এক সময় আদেশ দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি মন পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন; আর তাঁহার নামে পাপেরমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে—যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে" (লূক ২৪:৪৬,৪৭)। মন পরিবর্তন হল পাপ হতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসা, যাহা খ্রীষ্টিয় সময়ে সু-সমাচার প্রচারের প্রধান বিষয় হিসেবে থাকবে।

গালীল পর্বতে বসে খ্রীষ্টের আদেশ দানের চিত্র মথি তুলে ধরেছেন, যেখানে তিনি বাপ্তিস্মের উপরে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৮-২০)।

অতঃপর, অবশ্যই যে তিনটি শর্তের উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে তা হল, বিশ্বাস, মন পরিবর্তন এবং বাপ্তিস্ম। প্রতিটিই আলাদা করে আমাদের প্রভুর দ্বারা উচ্চারিত হয়েছে এবং মহা-আজ্ঞার তিনটি আলাদা লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

এই তিনটি শর্তই সাক্ষ্যযুক্ত এবং সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই শর্তগুলিকে উপলব্ধি না করে এবং প্রভুর পরিকল্পনায় উহার উল্লেখযোগ্যতা চিনতে না পেরে কেহই যীশুর দেওয়া মহা আজ্ঞাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে পারে না। উহা প্রভুর রাজ্যে অথবা

মণ্ডলীতে প্রবেশের শর্ত বা নিয়ম স্থির করেছে। উহাই সমস্ত খ্রীষ্টিয় সময়কে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর

নির্ভুল ভাবেই শুধুমাত্র নতুন নিয়মে পরিত্রাণের শর্ত সমূহকে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু উহা প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, পুস্তকের আরম্ভ হয়েছে মণ্ডলীর স্থাপনের লোম হর্ষক ঘটনা দিয়ে। প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণের ২ অধ্যায়ে একদল লোক যাহারা পিতরের প্রচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে উচ্চরবে বলেছিলেন "আমরা কি করিব?" যীশুতে বিশ্বাসই তাহাদের উচ্চস্বরে চিৎকার করতে বাধ্য করেছিল। মন পরিবর্তন করতে এবং পাপ ক্ষমার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পিতর তাহাদের আদেশ দিলেন (প্রেরিত ২:৩৮)। ঐদিন তিন সহস্র লোক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল (প্রেরিত ২:৪১)। একই ভাবে প্রেরিত ২:৪৭ পদে বলেছে, "আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন।" যাহাদেরকে উক্ত দলের সাথে যুক্ত করা হয়েছে পরবর্তীতে তাহাদেরকে মণ্ডলী বলে আখ্যায়িত করেছেন (প্রেরিত ৫:১১)। আমাদের প্রভু, তাঁহার দেওয়া সর্বশেষ আদেশ, নির্দিষ্টভাবে বিশ্বাস, মন পরিবর্তন এবং বাপ্তিস্মের কথা বলেছেন শর্ত হিসেবে যাহার উপরে ভিত্তি করে পরিত্রাণ প্রচারিত হবে। যাহারা পঞ্চাশত্তমীর দিনে মণ্ডলীভূক্ত হয়েছিল তাহারা উক্ত তিনটি শর্ত পালনের মাধ্যমেই হয়েছিল।

অন্য আর একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে। ৮ অধ্যায়ের শেষের দিকে পবিত্র আত্মা ফিলিপকে প্রচারের লক্ষ্যে দক্ষিণে যেতে বললেন (প্রেরিত ৮:২৬)। কোন এক রাস্তার মোড়ে ফিলিপ ইথিয়পীয় নপুংসককে পেলেন যিনি রথে করে যাচ্ছিলেন (প্রেরিত ৮:২৭,২৮)। এই লোকটি ছিলেন একজন ধার্মিক লোক, কিন্তু ঐ সময়ে তিনি খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না। নপুংসকের নিকটে যেতে এবং

তাহার সাথে যোগ দিতে ফিলিপ পবিত্র আত্মার দ্বারা নির্দেশ পেলেন (প্রেরিত ৮:২৯)। দ্রুত তাহার নিকটে যেতেই, তিনি দেখতে পেলেন যে ইথিয়পীয় লোক যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে পড়িতেছিলেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন নাই যাহা তিনি পড়িতেছিলেন (প্রেরিত ৮:৩১)। যে অংশটি ইথিয়পীয় লোকটি পড়িতেছিলেন ফিলিপ সেখান থেকে আরম্ভ করে তাহার নিকটে খ্রীষ্টকে তুলে ধরলেন (প্রেরিত ৮:৩৫); কোন সন্দেহ নেই যে তিনি খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে আসা এবং আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করার সমস্ত বিষয় তাহার কাছে প্রচার করেছিলেন।

তাহারা যখন পথ চলিতেছিলেন, খ্রীষ্টের কথা বলতে বলতে তাহারা জলাশয়ের কাছে উপস্থিত হলেন। ইথিয়পীয় লোকটি প্রশ্ন করলেন, "আমি কি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারি?" যেহেতু ইথিয়পীয় লোকটি বিশ্বাস করেছিলেন, তাই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা তাহার জন্য যথার্থ ছিল।[1] তাহারা রথ থামালেন এবং জলের মধ্যে নেমে গেলেন, এবং ফিলিপ ইথিয়পীয়কে জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দিলেন (প্রেরিত ৮:৩৮)। আর তাহার বাপ্তিস্মের পরে, ইথিয়পীয় তাহার যাত্রা পথে আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন।

পুনরায় প্রভুর দেওয়া মহা আজ্ঞার পরিত্রাণের শর্ত সমূহ অনুসারীত হল। ফিলিপের প্রচারের ফলে খ্রীষ্টকে বিশ্বাসের প্রকাশ প্রাপ্তি হল (প্রেরিত ৮:৩৫,৩৬)। ইথিয়পীয় একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি

[1]প্রেরিত ৮ অধ্যায়ের ৩৭ পদটি প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীর নির্ভরযোগ্য অনেক পান্ডুলিপিতে দেখা যায় না। উহার ফলে উপসংহার দাড়ায় যে সম্ভবত উক্ত পদটি মুল বাক্যের অংশ হিসেবে নতুন নিয়মে ছিলনা। এই কথা মানতে হবে যে, এই অবস্থায় এই পদের সাথে যুক্ত পদে ফিলিপের দ্বারা উক্ত কথা আসতেই পারে। ইথিয়পিয়ার নপুংসক খ্রীষ্টকে জানতেন না অথবা ভাববাদী কাহার কথা লিখেছেন তাহা তিনি জানতেন না। অতপর খ্রীষ্টের বিষয়ে মাত্র একবার কথপোকথনে, নপুংসক বাপ্তিস্ম নিতে চেয়েছিলেন। অতএব, এই কথা যথার্থ ছিল "যদি তুমি তোমার সর্বান্তকরণে বিশ্বাস কর তবে তুমি বাপ্তিস্ম গ্রহন করতে পার" কোন ভুল ছিল না এবং বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতিও হিসেবেও উহা ভুল হবে না। খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করা তাহার বিশ্বাসের নিশ্চয়তার প্রমান এবং মহা আজ্ঞার বিশ্বাস শর্তের প্রকাশ করে। (প্রেরিত ৮:৩৭ পদটি বাংলা বাইবেলে নেই কিন্তু ইংরেজী বাইবেলে আছে)।

ছিলেন, যিনি সত্যিকারে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চেষ্টা করতেছিলেন। ফিলিপের দ্বারা খ্রীষ্টকে প্রচারের বাণী যখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন তখন মন পরিবর্তন পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে। প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণের অন্যান্য স্থানের চেয়ে বাপ্তিস্মকে যথার্থভাবে এই স্থানেই প্রকাশ করা হয়েছে। ফিলিপ ও ইথিয়পীয় দুজনেই পানির নীচে গেলেন এবং ফিলিপ তাহাকে জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। ("প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে ধর্মান্তরিত হবার উদাহরণ" নামের ছকটি দেখুন 211 পৃষ্ঠায়।)

ধরুন, আপনি এক রাজ্যে বসবাস করতেছেন এবং উহার রাজাকে বন্ধু হিসেবে ব্যক্তিগত ভাবে জানেন। একদিন, রাজার সাথে কথা বলার সময় তিনি আপনাকে বললেন যে, যদি আপনি পরে কোন এক সময় তাহার কাছে এসে দেখা করেন তবে তিনি আপনার আয়কর (ট্যাক্স) ক্ষমা করে দিবেন। আপনি আনন্দের সাথে এক মাস পরে দেখা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি রাজার সাথে দেখা করতে এলেন, আপনার আয়কর ক্ষমা পাবার প্রত্যাশায়। যখনই আপনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হলেন একজন আপনাকে বললেন যে রাজা অন্য এক দেশে ভ্রমণে গিয়েছেন। আপনি দ্বার রক্ষককে বললেন, রাজা আপনাকে বলেছেন যদি আপনি তাহার সাথে দেখা করেন তবে তিনি আপনার আয়কর ক্ষমা করে দিবেন। দ্বার রক্ষক বললেন, "রাজা আপনার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছেন।" তিনি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন সেই ঘরে যেখানে ১২ জন প্রশাসক বসেছিলেন। আপনি আপনার কথা তাহাদের কাছে বললেন। উত্তরে তাহারা বললেন, "যখন রাজা এখানে ছিলেন, তখন এক কথায় আয়কর মাপ করে দেওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল, কিন্তু রাজা এখন অন্যত্র গিয়েছেন। তিনি নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রেখে গিয়েছেন যাহার মাধ্যমে আয়কর ক্ষমা করা যাবে। আপনাকে এখন এই নিয়মেই সব করতে হবে। আপনাকে প্রথমে বাড়ীতে যেতে হবে; দ্বিতীয়ত, আপনার সব কথা উল্লেখ করে আমাদের কাছে একটি চিঠি লিখতে হবে; তৃতীয়ত, আপনাকে আপনার পরিবারের সদস্যদের

একটি তালিকা দিতে হবে এবং চতুর্থত, উক্ত চিঠির শেষে তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করতে হবে। যখন এই নিয়ম গুলি যথার্থ ভাবে পূরণ হবে, আপনার আয়কর ক্ষমা করা হবে।"

সত্যিকারে যীশু যাহা করেছেন তাহার সাথে এই গল্পটির তুলনা করুন। যখন তিনি এই জগতে ছিলেন, তখন তিনি এক কথায় অনেকের পাপ ক্ষমা করে দিতেন। উদাহরণে, ক্রুশের এক দস্যুকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন (লূক ২৩:৪৩)। যাই হোক, যখন খ্রীষ্ট এই জগত ছেড়ে স্বর্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তিনি আমাদের শর্ত দিয়ে গেলেন যাহার মাধ্যমে খ্রীষ্টিয় সময় কালে সকলেই পরিত্রাণ পেতে পারবে। আরও উল্লেখ্য যে, তাঁহার উক্ত আদেশ পালিত হবে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত (মথি ২৮:২০)। যেহেতু এখন রাজা চলে গিয়েছেন, সেহেতু ক্ষমার শর্তের নিয়ম এখন কার্যকারী।

উত্তর ব্যবহার

মণ্ডলীতে প্রবেশের শর্ত আমাদের প্রত্যেককেই ব্যবহার করতে হবে। খ্রীষ্টের চূড়ান্ত আদেশের কোন পরিবর্তন হয় নাই। যখন যেভাবে তিনি উহা দিয়েছিলেন অনুরূপ আজও একই ভাবে আছে। পিতরের প্রচার যাহারা শুনেছিলেন তাহাদের জন্য যেমন পরিত্রাণের শর্ত ছিল একই ভাবে আজও তাহা আমাদের জন্যও আছে। খ্রীষ্টই মণ্ডলীতে প্রবেশের শর্ত নির্দিষ্ট করেছেন এবং উহাতে যুক্ত করার কাজটিও তিনিই করে থাকেন। মানুষের যুক্তি তর্ক এবং নির্দেশ যীশুর শেষ ইচ্ছার ও নিয়মের স্থলে ব্যবহৃত হতে পারে না। রাজা চলে গিয়েছেন এবং খ্রীষ্টিয় সময় কালের জন্য যে নিয়ম ব্যবস্থা তিনি দিয়ে গিয়াছেন তাহা অবশ্যই পালন করতে হবে।

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য তাঁহার দেওয়া শর্তের আলোকে আপনার অবস্থান কোথায়? আপনি কি বিশ্বাস করেন? বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য (রোমীয় ১০:১৭)। মানুষের প্রজ্ঞা, শিক্ষা

অথবা সিদ্ধিলাভ বিশ্বাসের জন্ম দিতে পারে না। আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? আপনি বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট তাঁহার সন্তান এবং মানব জাতির উদ্ধার কর্তা?

আপনি কি আপনার পাপ হতে মন পরিবর্তন করেছেন (প্রেরিত ১৭:৩০,৩১)? আপনি কি পাপ থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরেছেন? আপনি কি আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালনা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উহার তাৎপর্য যাহাই হউক এবং উহা যেথায় আপনাকে পরিচালনা দিয়ে নিয়ে যাক?

আপনি কি জন সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আপনি বিশ্বাস করেন যীশুই ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রভু (রোমীয় ১০:১০)? আপনি কি আপনার মুখে স্বীকার করেছেন যে যীশুই আপনার উদ্ধার কর্তা এবং প্রভু?

আপনি কি বাপ্তিস্ম নিয়েছেন? মহা আজ্ঞায় দেওয়া বাপ্তিস্ম হল জলে ডুবিয়ে (রোমীয় ৬:৪), খ্রীষ্টেতে (রোমীয় ৬:৩; গালা ৩:২৭), পাপ ক্ষমার জন্য (প্রেরিত ২:৩৮; ২২:১৬), পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে (মথি ২৮:১৯,২০)। নতুন নিয়মের শর্তানুসারে আপনি কি বাপ্তিস্ম নিয়েছেন?

যখন কেহ খ্রীষ্টের দেওয়া শেষ আজ্ঞার শর্তে দৃঢ়ভাবে থাকেন, উহাই কি বিশ্বাসের যথার্থ কারণ নয় যে আমাদের বিশ্বস্ত প্রভু এবং উদ্ধারকর্তা তাহাকে তাঁহার মণ্ডলী অর্থাৎ রাজ্যে যুক্ত করেন? প্রভুর দেওয়া শর্ত গুলিকে কেহই ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেনা। কোনক্রমেই উহার বিকল্প অন্য কোন ব্যবস্থা আমরা ব্যবহার করার অনুমতি দিবনা অথবা উহার কোন প্রকার দূষণ করতে দিতে পারিনা। খ্রীষ্টের প্রতি সত্যিকারের অঙ্গীকার আজ্ঞাবহতা ছাড়া আর কিছুরই অনুমতি দিবেন না।

উপসংহার

আপনি কি নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছেন? আপনি কি আজকেই উহাতে প্রবেশ করতে চাহেন?

ইহা সত্যিকারে মহান এবং মূল্যবান সংবাদ আমাদের জন্য যে নতুন নিয়মে যে মণ্ডলী পাওয়া যায় উহাতে যে কেহ প্রভুর দেওয়া শর্ত সততার সাথে পালনের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবেন। সকল জাতি, সকল কুল এবং সকল লোক তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন এবং খ্রীষ্টে এক হতে পারবেন (ইফি ২:১৪)।

প্রজ্ঞা আমাদের কাছে দাবি করে যে, প্রথম থেকেই আমাদের আরম্ভ করতে হবে, দেখতে হবে ভিত্তি যেন দৃঢ় হয়। যদি আপনি প্রভুর দেওয়া পরিত্রাণের শর্তে আজ্ঞাবহ না হয়ে থাকেন, তবে উক্ত শর্তাবলী সম্পূর্ণভাবে এবং এখুনি সম্পন্ন করুন। তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করুন, এবং এখন থেকে তাঁহার রাজ্যে নাগরিকের মত জীবন যাপন করুন এবং একমাত্র তাঁহারই রাজ্যে থাকুন।

খ্রীষ্ট মণ্ডলী আপনার কাছে মূল্যবান হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি উহাতে প্রবেশ করবেন।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে ২৪৪ পৃষ্ঠায়)

১। প্রভুর মণ্ডলীর অতুলনীয় মূল্যমানের ব্যাখ্যা কর।

২। মহা আজ্ঞার শর্তগুলি কি আজও খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অপরিহার্য?

৩। ক্রুশের সেই চোরের মত কেন আমরা আজকে পরিত্রাণ পেতে পারি না?

৪। বর্তমানে কিভাবে একজন প্রভুর মণ্ডলীর সদস্য হতে পারেন?

৫। পরিত্রিতদেরকে কি মানুষই মণ্ডলীর সাথে যুক্ত করে?

৬। এমন বিশ্বাস করার কি কোন কারণ আছে যে, যদি কেহ খ্রীষ্টিয়ান হতে সেই একই ভাবে সব কিছু করে যেভাবে প্রেরিত পুস্তকে করা হয়েছিল তবে ঈশ্বর ,কি তাহার জন্য একই জিনিস করবেন না, যাহা তিনি তাহাদের জন্য করেছিলেন যাহারা প্রেরিত পুস্তকে ঈশ্বরের ইচ্ছায়

আজ্ঞাবহ হয়েছিল?

৭। কি করে একজন নিশ্চিত হতে পারে যে তিনি খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আছেন?

৮। যখন কেহ প্রভুর দেওয়া পরিত্রাণের শর্তাবলী কলুষিত করে তখন কি মহা ক্ষতি সাধিত হয়?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

যীশুর অন্তিম ইচ্ছা এবং নিয়ম পত্রঃ নতুন নিয়ম (ইব্রীয় ৯:১৫-১৭)।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণঃ আলাদা; পৃথক করে রাখা। ১পিতর ২:৯ পদ খ্রীষ্টিয়ানদের সম্পর্কে বলে, "কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজক বর্গ, পবিত্র জাতি, [ঈশ্বরের] নিজস্ব প্রজাবৃন্দ যেন তাঁহারই গুণকীর্তন কর যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন" (KJV)।

প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে ধর্মান্তরিত হবার উদাহরণ

শ্রবণ	বিশ্বাস	মনপরিবর্তন অনুশোচনা	স্বীকার	বাপ্তিস্ম	পরিত্রাণ
যিহূদী প্রেরিত ২	"তাহাদের হৃদয় শেল-বিদ্ধ হইল" (৩৭ পদ)	"মন ফিরাও" (৩৮ পদ)		"বাপ্তাইজিত হও" (৩৮ পদ); "বাপ্তাইজিত হয়েছিল" (৪১ পদ)	"তোমাদের পাপ মোচনের নিমিত্ত" (৩৮ পদ)
শমরীয়গন প্রেরিত ৮	"যখন তাহারা বিশ্বাস করিল" (১২ পদ)			"তাহারা বাপ্তাইজিত হইতে থাকিল" (১২ পদ)	
ইথিয়পীয় প্রেরিত ৮	"যদি তুমি বিশ্বাস কর" (৩৭ পদ)		"আমি বিশ্বাস করি যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র" (৩৭ পদ)	"বাপ্তাইজিত হলেন" (৩৬); "তিনি তাহাকে বাপ্তাইজ করিলেন" (৩৮ পদ)	"আনন্দ করিতে করিতে আপন পথে চলিয়া গেলেন" (৩৯ পদ)
শৌল প্রেরিত ৯; ২২; ২৬		উপবাস এবং প্রার্থনা (৯:৯,১১)	"প্রভু" (৯:৫)	"বাপ্তাইজিত হইলেন" (৯:১৮); "বাপ্তাইজিত হও" (২২:১৬)	"তোমার পাপ ধুইয়া ফেল" (২২:১৬)
কর্নীলিয় প্রেরিত ১০; ১১	"তাঁহাতে বিশ্বাস করে" (১০:৪৩)	"জীবনার্থক মন পরিবর্তন" (১১:১৮)		"বাপ্তাইজিত হলেন" (১০:৪৭);"বাপ্তাইজিত হতে আদেশ দিলেন" (১০:৪৮)	"পাপ মোচনের" (১০:৪৩)
লুদিয়া প্রেরিত ১৬				"বাপ্তাইজিত হলেন" (১৫ পদ)	
কারা রক্ষক প্রেরিত ১৬	"প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর" (৩১ পদ); "বিশ্বাস করলেন" (৩৪ পদ)	"তাহাদের ক্ষত ধৌত করলেন" (৩৩)		"বাপ্তাইজিত হলেন" (৩৩ পদ)	"পরিত্রাণ পাইবে" (৩১ পদ); "অতিশয় আহ্লাদিত হলেন" (৩৪ পদ)
করিন্থীয়গন প্রেরিত ১৮	"বিশ্বাস করিল" (৮ পদ)			"বাপ্তাইজিত হইল" (৮ পদ)	